**ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা – ২০১১, উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বুধবার, ২২ আষাঢ় ১৪১৮, ০৬ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশে ইউএনডিপি এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

দ্বিতীয় জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১১ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

গত বছর প্রথম ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তর কীভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে তার একটা চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। এবারের মেলায় তারই একটি হালনাগাদ চিত্র আমরা দেখতে পাব বলে আশা করছি।

এ মেলায় অংশগ্রহণকারী ৮০টি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ৬টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের  ই-সেবা জনগণের সামনে তুলে ধরছেন। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ‘দিনবদলের সনদ'-এ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম তা বাস্তবায়নে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি।

সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য নতুন নতুন সেবার উদ্ভাবন হচ্ছে। অধিক সংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠান সেসব সেবা ও প্রযুক্তি নিয়ে জনগণের কাছে যাচ্ছে। আমরা এখন নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ডিজিটাল প্রযুক্তি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের ভোগান্তি অনেকখানি লাঘব করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল, রেলওয়ের টিকিট, চিনিকলে আখ সরবরাহের পূর্জিসহ অনেক ধরনের সাধারণ সেবা এখন সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে এসেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আখ চাষীদের জন্য মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে চালু করা হয়েছে ডিজিটাল পূর্জি ব্যবস্থাপনা।

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের সরকারি ফরম, সরকারি গেজেট, সরকারের বিশেষ ঘোষণা, ইমিগ্রেশন, পাসর্পোট ও ভিসা সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সরকারি সেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ই-বুক প্রণয়ন এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ রুম স্থাপন।

ইতোমধ্যে সারাদেশে ২০ হাজার ৫০০টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

কম্পিউটার প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তৈরির লক্ষ্যে দেশের ৭১টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভিন্ন কোর্স চালু করা হয়েছে।

এক হাজার ৪০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় আইসিটি ইন্টার্নশীপ কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

দেশের ৫টি উপজেলায় Community E-Center স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলাতেই Community E-Center স্থাপন করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পটির চারটি উপাদানকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

এগুলো হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারের কর্মকান্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো।

এই চারটি উপাদানের যোগসূত্র হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে তাঁদের কাছে সেবা নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অঙ্গীকার।

আর সেজন্য সরকারের প্রশাসন ও সেবাখাতে যাঁরা কাজ করছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের সবাইকে নতুন করে ভাবতে হবে। তাঁদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে।

উদ্ভাবন করতে হবে কীভাবে, কোন পথে আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের সেবা নিশ্চিত করা যায়। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণ সেবার জন্য প্রশাসনের কাছে যাবে না, বরং সেবাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। আমরা অচিরেই সে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

ডিজিটাল সেবার অন্যতম সুবিধা হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের দল। জনগণের সেবা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। জনগণ যাতে সঠিকভাবে সরকারি সেবা পায়, আমরা সেজন্যই কাজ করছি।

কিছুদিন আগে আমরা ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু করেছি। ই-টেন্ডার চালুর ফলে টেন্ডার দাখিল নিয়ে যে ঝামেলা হয়, তা আর থাকবে না।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ইতোমধ্যে ICT Act 2009 প্রণয়ন করেছি। অনুমোদন করা হয়েছে ICT Policy 2009। এই নীতিমালার আওতায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০৬টি করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর আওতায় সারাদেশে জেলা তথ্য বাতায়ন এবং ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে জনগণ ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ভিডিও কনফারেন্সসহ কম্পিউটারের সব ধরনের কাজ করতে পারছেন।

 আমরা ই-তথ্য কোষ চালু করেছি। এই তথ্যকোষে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও মানবাধিকার, নাগরিক সেবাসহ জীবন-জীবিকাভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য জমা থাকবে। যে কেউ এখান থেকে প্রয়োজন মত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৮ হাজার ৫০০টি পোস্ট অফিসে e-Center for rural community স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সারাদেশে টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতা সম্প্রসারণ করেছি।

প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ঢাকার বাইরে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে  দেশের সকল উপজেলাকে মোবাইল ইন্টারনেটের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮২-তে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য আমাদের ডিজিটাল অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল এর সঙ্গে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া অনেকদূর এগিয়েছে।

৭টি বিভাগের ৫৬টি জেলায় ও ৫৭টি উপজেলাকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এ অর্থবছরে শেষ হবে। আমরা ১ হাজার ইউনিয়নকে অপটিক্যাল ফাইবার এর আওতায় আনার কাজ শুরু করেছি। দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়ার জন্য ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তির উন্নয়ন কাজ চলছে।

আমরা সরকারি কাজে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাই। সকল সরকারি দপ্তরকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ই-জিপি সিস্টেম ও ওয়েব পোর্টাল তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

মাঠ প্রশাসনের কাজের গতিশীলতা আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, ৭টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালুর কাজ এগিয়ে চলছে।

বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইট এর content develop করার কাজ চলছে। আমি আশা করি, ২০১২ সালের মধ্যে আমরা ই-কমার্স চালু করতে পারব।

আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে আইটি পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঢাকা অদূরে হাইটেক পার্ক নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্যাটেলাইট স্থাপনের জন্য আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

আমাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রয়েছে দক্ষ মানব সম্পদের সীমাবদ্ধতা। তাই বলে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জমে থাকা দূর্নীতি এবং অপশাসন দূর করতে হবে। আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে একটি জনমুখী সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়া। এজন্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই।

সুধিবৃন্দ,

উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে হবে।

এ ধরনের মেলা পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। আমি আশা করি, এখান থেকে নতুন উদ্যমে পথ চলতে সবাই উদ্বুদ্ধ হবেন।

এ মেলা আয়োজনের জন্য আমার কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। আমরা তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আসুন সকলে মিলে আমরা জাতির পিতার সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মাণ করি। আমাদের আগামী বাংলাদেশ হবে সুখীসমৃদ্ধ, আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তিনদিনব্যপী ‘ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১১' এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....